Bangladesh Journal of Political Economy

© 2012 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 28, No. 2, December 2012, pp. 035-047
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাংলাদেশে সবুজ ব্যাংকিং ঃ সার্বিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা

শাহ্ মোঃ আহসান হাবীব*

১. প্রেক্ষাপট

বিশ্ব অর্থনীতিতে পরিবেশবান্ধব আর্থিক সেবা কার্যক্রম নতুন কিছু নয়। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসমস্ত কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে সবুজ ব্যাংকিং নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সবুজ ব্যাংকিং এর কেন্দ্রে আছে পরিবেশ। মূলতঃ ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে এর যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে বাণিজ্যিক সফলতাকেও এর সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। মূলতঃ তিনটি বিষয় সবুজ ব্যাংকিং এর আওতাভূক্ত। প্রথমত, ব্যাংক এমন কিছু করবে না -যাতে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; দ্বিতীয়ত, ব্যাংক তার সেবা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমান পরিবেশ বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে; এবং তৃতীয়ত, ব্যাংক এমনভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ করা যায়। ব্যাংক নিজের পরিবেশের মানোন্নয়নের পাশাপাশি তার ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমেও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়গুলি অর্ন্তভূক্তির ব্যাপারে অবদান রাখতে পারে। এ বিবেচনায় যে কোন অর্থনীতিতে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উন্নত দেশগুলোতে সবুজ ব্যাংকিং এর কার্যক্রম নব্বই এর দশকে প্রসার লাভ করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ ধারা একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। আশির দশকে সবুজ ব্যাংকিং এর যাত্রা শুরু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। ইউরোপের দেশগুলোতে এসংক্রান্ত উদ্যোগ এসেছে মূলতঃ নব্বই এর দশকে। বাংলাদেশসহ বেশকিছু উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের উদ্যোগ সাম্প্রতিক ঘটনা। বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো অতিসম্প্রতি সবুজ ব্যাংকিং সংক্রান্ত নীতিমালা, কৌশল ও কার্যক্রম নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করেছে। সবুজ ব্যাংকিং এর বিকাশে উন্নত দেশের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো কাজে লাগাতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে, পুরোপুরি অনুকরণ ভাল ফলাফল বয়ে আনে না। বিভিন্ন দেশের সবুজ ব্যাংকিং এর অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য, ভোক্তা এবং আর্থিক খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনায় রেখেই পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং এর কৌশল ও কার্যক্রম

* পরিচালক (প্রশিক্ষণ) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) মিরপুর, ঢাকা।

নির্ধারণ সমীচীন হবে। এছাড়াও সবুজ ব্যাংকিং এর বিকাশে বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষ যেমন সরকার, ভোক্তা, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সহযোগীতার প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায় প্রবন্ধটি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রণীত হয়েছে: প্রথমত, সবুজ ব্যাংকিং এর তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করা; দ্বিতীয়ত, সবুজ ব্যাংকিং এর বিকাশে বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা; তৃতীয়ত, বিশ্বব্যাপী সবুজ ব্যাংকিং সম্পর্কে গৃহীত উদ্যোগগুলো আলোচনা ও মূল্যায়ন করা; এবং চতুর্থত, বাংলাদেশে সবুজ ব্যাংকিং এর উদ্যোগসমূহের মূল্যায়ন ও সম্ভাবনার বিশ্লেষণ করা। প্রবন্ধটি মূলত প্রকাশিত গবেষণাপত্র এবং মূদ্রিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. সবুজ ব্যাংকিং এর তাত্ত্বিক দিক এবং বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষের সম্পৃক্ততা

পরিবেশ বিপর্যয়ের মাধ্যমগুলোকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়ঃ বায়ুমন্ডল দূষণ, পানি দূষণ, ভূমি দূষণ এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস। বায়ূ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং ওজনস্তর পরিবর্তন, বায়ুমন্ডল সম্পর্কিত পরিবেশ বিপর্যয়ের অংশ। পরিবেশ বিপর্যয় অর্থনীতির দুটি বাজার তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত, প্রথমত গণপণ্য বা পাবলিক গুডস এবং দ্বিতীয়ত বাহ্যিকতা বা এক্সটার্নালিটিস। এগুলো বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতার উদাহরণ। যেকোন উৎপাদন ব্যবস্থায় যখন কোন তৃতীয় পক্ষ (ভোক্তা ও উৎপাদক ছাড়া) প্রভাবিত হয় তখন সেই উৎপাদন ব্যবস্থায় বাহ্যিকতা থাকে। উৎপাদকরা যখন পরিবেশ দূষণ করেন তখন ভোক্তা ও উৎপাদক ছাড়াও তৃতীয় পক্ষ বা সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থনীতির ভাষায় এগুলোকে বাহ্যিক ব্যয় বলা হয়। সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে এই ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয় না এবং বাজার ব্যবস্থাও সঠিকভাবে কাজ করে না। প্রকৃতপক্ষে, ভোক্তা, সরকার এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক-এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে।

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ুমন্ডল উষ্ণ হচ্ছে। দূষিত বায়ুমন্ডলে আমরা বসবাস করছি। দূষিত পানি আমরা ব্যবহার করছি। এগুলো সবই পরিবেশ বিপর্যয়ের দ্বারা সৃষ্ট পণ্য। অর্থনীতিতে এধরনের পণ্যকে গণপণ্য বলা হয়। গণপণ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- প্রথমত এগুলো সবাই মিলে ব্যবহার করা যায় এবং দ্বিতীয়ত, একজন ভোক্তার ব্যবহারের ফলে আরেকজনকে বিরত থাকতে হয় না। এসমস্ত পরিবেশগত পণ্য আসলে বিশ্ব গণপণ্য বা গ্লোবাল পাবলিক গুডস যা সারা পৃথিবীর সবাই কমবেশী ব্যবহার করছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে, গণপণ্য শব্দটি মানুষের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত যা পরিবেশের ক্ষতির ফলে সৃষ্ট এসমস্ত পণ্যের (দূষিত বায়ু, দূষিত পানি, উষ্ণ বায়ু মন্ডল ইত্যাদি) সাথে বেমানান। একারণে ইংরেজীতে এগুলোকে গ্লোবাল পাবলিক ব্যাডস বলা হয়। বাংলায় যাকে ক্ষতিকর বিশ্ব গণপণ্য বলা যেতে পারে। পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষ যেমন সরকার, ভোক্তা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশগত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংক তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সমস্ত উদ্যোগ এবং কার্যক্রমসমূহও গণপণ্যের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী সমস্ত মানবগোষ্ঠী এর মাধ্যমে কম বা বেশী উপকৃত হচ্ছে। সুতরাং সবুজ ব্যাংকিং এর উদ্যোগ এবং কার্যক্রম প্রকৃত অর্থে একটি বিশ্ব গণপণ্য। সমগ্র মানব সমাজ এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে (ছক ১)।

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে এবং এর সংরক্ষণে একক ভাবে কোন ব্যক্তি, দেশ বা কোন জাতি খুব অভাবনীয় সাফল্য দেখাতে পারবে না। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এ বিপর্যয়ের গতি রুখতে পারে। সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষের নির্দিষ্ট দায়দায়িত্ব রয়েছে। পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সমষ্টিগত উদ্যোগ অল্প কয়েক

অধ্যাপক শাহ্ মোঃ আহসান হাবীব : বাংলাদেশে সবুজ ব্যাংকিং ঃ সার্বিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা ৩৭

ছক ১: পরিবেশ বিপর্যয় এবং সবুজ ব্যাংকিং

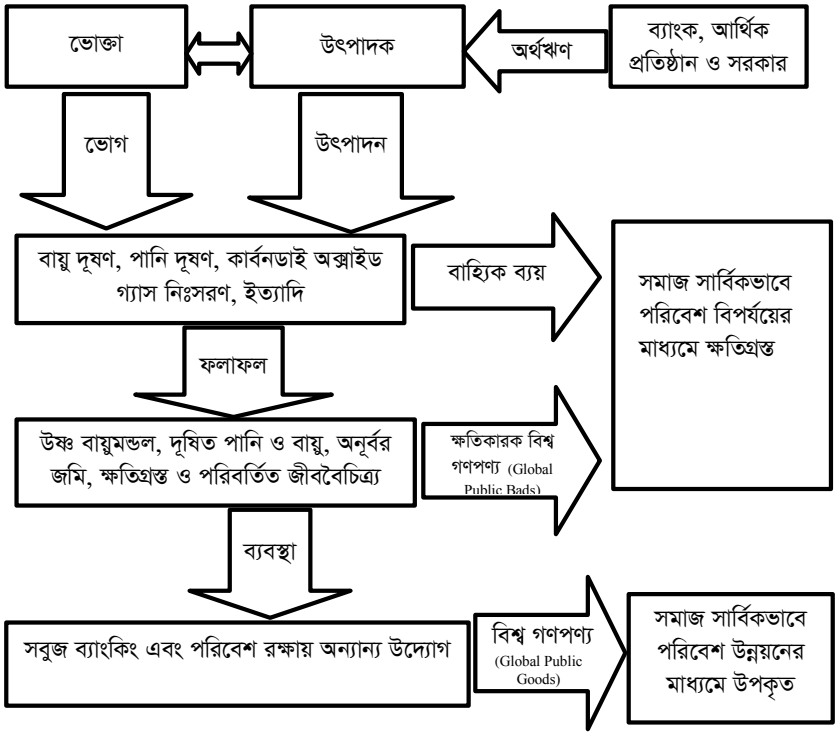

উৎস ঃ শাহ হাবীব, ২০১১

বছর আগে শুরু হয়েছে। জাতিসংঘসহ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, পরিবেশ কার্যক্রম সম্পর্কিত এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উৎপাদক ও ভোক্তা এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। বিশ্বব্যাপী বেশকিছু ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সবুজ ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। সবুজ ব্যাংকিং এর আওতাভূক্ত উদ্যোগ ও কার্যক্রমগুলোকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেনীবিন্যাস করা যেতে পারে: প্রথমত, অভ্যন্তরীন পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম/উদ্যোগ; দ্বিতীয়ত, পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন; তৃতীয়ত, সবুজ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের স্বচ্ছতা ও প্রকাশ; চতুর্থত, পরিবেশ সংক্রান্ত বিশ্বমানের নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন এবং গ্রহণ; এবং পঞ্চমত, বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষের সমর্থনমূলক কার্যক্রম। প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য অংশীদারী পক্ষের সহযোগীতা ও সমর্থন ছাড়া সবুজ ব্যাংকিং এর যাত্রা মসৃণ নয়। বিশেষত পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এর বিকাশে বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষের সক্রিয় সমর্থন প্রয়োজন (ছক ২)।

৩. সবুজ ব্যাংকিং এর বিকাশ এবং বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষের ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ব্যাংক সবুজ ব্যাংকিং এর প্রাথমিক উদ্যোক্তা। তবে সার্বিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং শুরু করা হয়েছিল আশির দশকে পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত একটি আইনের প্রণয়ণ এবং

ছক ২: সবুজ ব্যাংকিং এর বিকাশে বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষের ভূমিকা

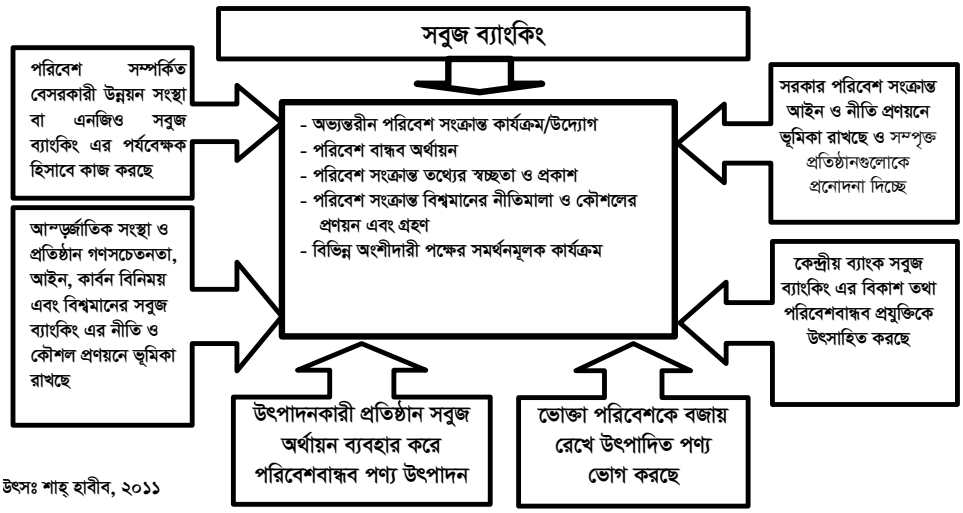

উৎসঃ শাহ্ হাবীব, ২০১১

বাস্তবায়নের মাধ্যমে। এই আইনের[১] আওতায়, পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সাথে সাথে তার অর্থ প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও সমানভাবে দায়ী করা হয়েছে। এ অবস্থায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকির ব্যবস্থাপনা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকগুলোর জন্য অত্যাবশ্যকীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীতে নব্বইয়ের দশকে ইউরোপীয় দেশের ব্যাংকগুলোতে সবুজ ব্যাংকিং এর বিকাশ ঘটে অনেকটা স্বেচ্ছায় বা স্বপ্রণোদিত হয়ে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সবুজ ব্যাংকিং এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে মূলতঃ কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে। বর্তমানে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যাংক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমকে অনুসরণীয় পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ২০০৮ সালের সেরেস[২] (২০০৮) এর একটি গবেষণায় বিশ্বের বৃহৎ চল্লিশটি (১৬টি যুক্তরাষ্ট্রের, ১৫টি ইউরোপের, ৫টি এশিয়ার, ৩টি কানাডার এবং ১টি ব্রাজিলের) ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হয়েছে যা বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত করে। এসমস্ত ব্যাংক অভ্যন্তরীন পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অর্থায়নে পরিবেশ বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বেশীরভাগ ব্যাংকগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনরোধে বিশেষ কার্যক্রম রয়েছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত সম্মিলিতভাবে ব্যাংকগুলো পরিবেশ বিপর্যয় ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত শতাধিক গবেষণা কার্যক্রমের পরিচালনা এবং প্রকাশনা সম্পন্ন করেছে।

সবুজ নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দিচ্ছে কয়েকটি ব্যাংক

সবুজ ব্যাংকিং এর উন্নয়নে কয়েকটি ব্যাংক বেশকিছু অনুসরণীয় নীতিমালা ও কাঠামো প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছে যা বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর বিকাশে ভূমিকা রাখছে। যেমন, আইএফসি এবং কয়েকটি বহুজাতিক ব্যাংক[৩] সম্মিলিতভাবে ইকুয়েটর নীতিমালা তৈরী করেছে যা বিশ্বব্যাপী

১. কম্প্রিহেনসিভ এনভায়রনমেন্টাল রেসপন্সেস, কমপেন্সেশন, এন্ড লায়াবিলিটি অ্যাক্ট, ১৯৮০
২. কোয়ালিশন ফর এনভায়রনমেন্টালি রেসপন্সিবল ইকোনোমিস
৩. সিটিগ্রুপ, এবিএন অ্যাম্ব্রো ইত্যাদি

অধ্যাপক শাহ্ মোঃ আহসান হাবীব : বাংলাদেশে সবুজ ব্যাংকিং ঃ সার্বিক পরিস্থিতি এবং সম্ভাবনা ৩৯

পরিবেশবান্ধব প্রকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় এযাবতকালের সবচেয়ে স্বীকৃত দলিল। সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে এপর্যন্ত ৭৭টি ব্যাংক ইকুয়েটর নীতিমালা গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশ রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপের অধিকতর কার্যকারিতার জন্য উন্নত দেশে সবুজ ব্যাংকগুলোর দলগতভাবে কাজ করার সুফল পাওয়া গেছে। যেমন ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি ব্যাংক 'কার্বন গ্রুপ' তৈরী করে এবং একই বছরে ইউরোপীয় কয়েকটি ব্যাংক 'ক্লাইমেট গ্রুপ' তৈরী করে তাদের নির্দিষ্ট কিছু পরিবেশবান্ধব নীতিমালার বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে বেশকিছু ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বব্যাপী অভ্যন্তরীন পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে

সাধারণভাবে ব্যাংকিং শিল্পকে পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী শিল্পগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয় না। তবে জ্বালানী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যাংকের দক্ষতা প্রদর্শনের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। বিশ্বের কয়েকটি বড় বড় ব্যাংক[৪] কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কাগজের ব্যাবহার রোধ করার মাধ্যমে বৃক্ষ সংরক্ষণ সবুজ ব্যাংকিং এর প্রাথমিক ধাপ। অনলাইন ব্যাংকিং এর পর্যাপ্ত ব্যবহারের মাধ্যমে এবং ভোক্তার সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অনেক ব্যাংক কাগজের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে এনেছে। কয়েকটি উন্নত দেশে সবুজ ব্যাংকিং এর আওতায় ব্যাংক কর্মকর্তা এবং ভোক্তাদের জ্বালানী সাশ্রয়ী যানবাহন ক্রয়ে উৎসাহিত করার নজির রয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যবহার কমিয়ে সবুজ ব্যাংকসমূহ শুধুমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণেই ভূমিকা রাখছে না, নিজেদের পরিচালন ব্যয়ও কমিয়ে এনেছে।

উন্নয়নশীল দেশে সবুজ অর্থায়নের দ্রুত বিকাশ সহজ নয়

সবুজ অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংক তার ঋণ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উপর পরিবেশ বিপর্যয় রোধে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উন্নয়নশীল দেশগুলোর হাতের নাগালে নেই। তাছাড়া এ সমস্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। অনেক সময় সবুজ অর্থায়ন ঋণ গ্রহণকারী তথা ভোক্তার জন্য ব্যয়বহুল হতে পারে। সুতরাং সবুজ অর্থায়নের ক্ষেত্র নির্ধারণে এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সর্তকতার সাথে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন আছে। সর্বক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন উন্নয়নশীল দেশের নিম্ন আয়ের জনগণের জন্য অসহনীয় হতে পারে। তাছাড়া সবুজ অর্থায়নের বিকাশে সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সক্রিয় সহযোগীতা প্রয়োজন।

পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রকাশ ও স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন প্রয়োজন

ব্যাংক ট্রাক (২০১০) এর একটি গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে, পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকসমূহ পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রমের তথ্যের স্বচ্ছতা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যের প্রতিবেদন তৈরী এবং প্রকাশের একটি মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষকে সবুজ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান। বাৎসরিক প্রতিবেদন বা ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে এ সমস্ত

৪. হংকং সাংহাই ব্যাংক, এবিএন অ্যাম্রো ইত্যাদি

তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বচ্ছতা নীতির আওতায় এ সমস্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। জিআরআই বা গ্লোবাল রিপোর্টিং ইনেশিয়েটিভ কর্তৃক প্রকাশিত একটি কাঠামো ইতিমধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য সংশ্লিষ্টদের স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক চুক্তির বাস্তবায়নে ব্যাংকও অংশীদার হচ্ছে

জাতিসংঘের নেতৃত্বে পরিবেশ বিপর্যয়রোধে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কিয়োটো চুক্তির অধীনে 'কার্বন বিনিময় কর্মসূচী' একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ চুক্তি অনুসারে চুক্তিবদ্ধ উন্নত দেশগুলো ২০১২ সালের মধ্যে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসরণ একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে নামিয়ে আনবে। এছাড়া কার্বন বিনিময়ের আওতায় শিল্পোন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণের সাথে সাথে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করবে। সম্প্রতি ডারবানে অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক সম্মেলনে কিয়োটো চুক্তির বিধানসমুহকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয় এই সম্মেলনে। উন্নয়নশীল দেশগুলো কার্বন বিনিময় কর্মসূচী থেকে যথেষ্ট লাভবান হতে পারে। বিভিন্ন দেশে বেশকিছু ব্যাংক কার্বন বিনিময়ের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং কিয়োটো চুক্তির পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন প্রক্রিয়া বা ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম এর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নের সাথে যুক্ত হচ্ছে।

সবুজ ব্যাংকিং এর বিকাশে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে

উন্নত এবং অনেকগুলো উন্নয়নশীল দেশ ইতোমধ্যেই পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। উন্নত দেশগুলোতে এধরনের আইন ও নীতির বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করা গেলেও বেশীরভাগ উন্নয়নশীল দেশে এসমস্ত আইন ও নীতিমালা অনেকটাই প্রয়োগযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত প্রমাণিত হয়নি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ প্রণোদনার অভাব রয়েছে। উন্নত দেশে পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন বা সবুজ ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রেও বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। সবুজ অর্থায়ন বাস্তবায়নে উন্নত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমুহ পরিবেশবান্ধব ঋণনীতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অনেক বড় বড় ব্যাংক ইতোমধ্যেই স্বেচ্ছায় সবুজ ব্যাংকিং এর বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সঠিক প্রনোদনা এবং নির্দেশনার অভাবে এধরনের সবুজ ব্যাংকিং-এর ধারা কিছু উন্নয়নশীল দেশে শুরু হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তা প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সবুজ ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা অপরিসীম ভূমিকা রাখছে

পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত অনেক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সারা বিশ্বে পরিবেশ রক্ষায় পর্যবেক্ষক এর দায়িত্ব পালন করছে। এ সংস্থাগুলো বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠে ১৯৯২ সালের রিও ডি জেনেরিও'তে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের পর থেকে- যেখানে সারা পৃথিবীর নয় হাজার বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার প্রায় ২২ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিল। সারা বিশ্বের পরিবেশ পরিস্থিতির বিপর্যয়ে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অবদান ও গৃহীত পদক্ষেপসমুহ এসমস্ত পরিবেশবাদী উন্নয়ন সংস্থাগুলো পর্যবেক্ষণ করে এবং সচেতন সমাজের কাছে তা পৌঁছে দেয়। অনেক সময় পরিবেশ বান্ধব নীতিমালা গ্রহণ করেও

অনেক ব্যাংক ঠিকমতো বাস্তবায়ন করছে না, যা এসমস্ত পরিবেশবাদী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সংস্থাসমুহ সবুজ ব্যাংকিং-এর বিকাশের জন্য গৃহীতব্য পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা ও পদক্ষেপ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা ও প্রকাশ করে আসছে। এছাড়া পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকগুলোকে বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে আসছে পরিবেশবাদী এ সংস্থাগুলো।

ধীরে হলেও উৎপাদক শ্রেণীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে

সময়ের সাথে সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদক শ্রেণীর মাঝেও পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে অনেক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণভাবে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের এ ধারা উন্নত দেশগুলোতে প্রত্যক্ষ করা যায়। এধরনের সচেতনতা সবুজ অর্থায়নের বিকাশে বিশেষ সহযোগী। উন্নয়নশীল দেশে এহেন পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচীর নিদর্শন অপেক্ষাকৃত কম।

অসচেতন ঋণ গ্রহীতা বা ভোক্তা সবুজ ব্যাংকিং এর উন্নয়নে একটি বড় বাধা

সাধারণ জনগণ অর্থাৎ ভোক্তাশ্রেণী পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সবচেয়ে বেশী ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষা, উন্নত জীবনযাত্রার মান ও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়ের কারণে উন্নত দেশগুলো এক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। এপরিস্থিতি পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং সবুজ অর্থায়নের বিকাশে বিশেষ সহযোগী। অন্যদিকে শিক্ষার অভাব এবং স্বল্প আয়ের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা ও কৌশলের বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই সহজসাধ্য নয়। আইনের প্রয়োগের অভাব এক্ষেত্রে বাড়তি সমস্যার সৃষ্টি করছে।

৪. পরিবেশ বিপর্যয় ও সবুজ ব্যাংকিং ঃ বাংলাদেশ পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন গবেষণা এবং পরিবেশবাদীদের অভিমত অনুসারে, অবস্থানগত কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে একসময় বাংলাদেশের মত অনেক ব-দ্বীপ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে যেতে পারে বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল এর গবেষণা অনুসারে (২০০৭) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের শস্য উৎপাদন ৩০ ভাগ কমে যেতে পারে। এসময়ের মধ্যে দেশের পানি সরবরাহ পরিস্থিতিও সংকটের মধ্যে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

অন্য অনেক উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও বায়ু দূষণ, পানি দূষণ এবং ভূমি দূষণ অনেক সমস্যার মূল কারণ। এছাড়া খাল-বিল ও নদী ভরাট, বন উজাড়, শিল্প কারখানার বর্জ্য অব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য হ্রাস এবং শব্দ দূষণ বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা সমুহের অন্তর্ভূক্ত। দৈনিক খবরের কাগজগুলোতে নিয়মিতভাবে এ সংক্রান্ত অসংখ্য উদাহরণ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথে ইলেকট্রনিক পণ্যের ব্যবহার যেমন বেড়েছে তেমনি ইলেকট্রনিক বর্জ্য পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। একটি দৈনিকে (সেপ্টেম্বর, ২০১১) প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত দশ বছরে বাংলাদেশে ৩৫

হাজার টন ইলেকট্রনিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার মূলে রয়েছে আজকের পরিবেশ বিপর্যয়।

পরিবেশ বিপর্যয় রোধে পর্যাপ্ত আইন থাকলেও তার বাস্তব প্রয়োগ খুব সীমিত

বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সক্রিয় কার্যক্রমের যাত্রা খুব সাম্প্রতিক সময়ে শুরু হলেও এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন শুরু হয়েছিল ১৯৯০ এর মাঝামাঝি সময় থেকে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান আইন। পরবর্তী সময়ে পরিবেশ রক্ষার তাগিদে আরো অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এসমস্ত আইন প্রয়োগ করে পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করা হয়েছে মূলত "পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের" উপর। মন্ত্রণালয়ের অধীনে "পরিবেশ অধিদপ্তর" সরাসরি পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় যেকোন শিল্প প্রকল্পের ঋণ গ্রহণের সময় পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সার্বিকভাবে এসমস্ত আইন বা বিধানের প্রয়োগ এখন পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিত।

পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন অংশীদারী পক্ষের যথেষ্ট অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে, শিল্পকারখানা কর্তৃক পরিবেশ দূষণ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দূষণ প্রতিরোধে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দূষণকারী প্রতিষ্ঠানের। সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশ বিভাগ বেশ কিছু শিল্প কারখানাকে পরিবেশ দূষণের কারণে জরিমানা করেছে- যা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন বলে প্রতীয়মান হয়। তবে এক্ষেত্রে সরকারের আরো অনেক বেশী সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজন ও সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কিয়োটো চুক্তি স্বাক্ষরকারী একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কার্বন বিনিময় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ শুরু করেছে। পরিকল্পিত উপায়ে কার্বন বিনিময় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, শিল্প কারখানা এবং সার্বিকভাবে সাধারণ মানুষ লাভবান হতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সংখ্যা বাংলাদেশে অনেক কম। কয়েকটি সংস্থা ইতোমধ্যে সরকার ও বিদেশী সাহায্য সংস্থার সাথে একত্রে পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাগুলো পরিবেশ সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং তা প্রকাশ করছে এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধিতেও অবদান রাখছে। তবে সার্বিকভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা অনেক কম এবং এধরনের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনেক ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বল্প সংখ্যক শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় পরিবেশ সংরক্ষণে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সার্বিকভাবে এক্ষেত্রে অর্জন অত্যন্ত সীমিত। সাধারণ ভোক্তার অসচেতনতা এক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশে সাধারণ ভোক্তার অবস্থান অংশীদারী সবগুলো পক্ষের মাঝে সবচেয়ে নাজুক।

বাংলাদেশ ব্যাংক সবুজ ব্যাংকিং এর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে

সাম্প্রতিক সময়ে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষণীয়। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (বাংলাদেশ ব্যাংক) ২০১০ সালে সবুজ ব্যাংকিং সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং ব্যাংকগুলোকে তার বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। এর আওতায় বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহ তিনটি ধাপে ২০১৩ সালের মধ্যে সবুজ ব্যাংকিং কার্যক্রমের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করবে। প্রথম পর্যায়ে ব্যাংকসমূহ মূলত পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং এর নীতিমালা প্রণয়ন, সংশ্লিষ্ট শাখা গঠন, সবুজ ব্যাংকিং বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ এবং অভ্যন্তরীন পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে। এর অধীনে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বিদ্যুৎ, পানি এবং কাগজ সাশ্রয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ও প্রকল্প ঋণ প্রদানের সময় পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকি বিবেচনায় আনবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পরিবেশ স্পর্শকাতর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের জন্য ব্যাংকসমূহ আলাদা নীতিমালা প্রণয়ন করবে এবং জ্বালানী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সাশ্রয়ে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পরিবেশ সংক্রান্ত মানসম্মত প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং তার প্রকাশ তৃতীয় পর্যায়ের মূল অংশ।এর আওতায় ২০১৩ সালের মধ্যে ব্যাংকগুলোকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কাঠামো অনুসরণ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য এ নীতিমালার আওতায় প্রণোদনারও ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক "পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা" সংক্রান্ত একটি আলাদা দিক নির্দেশনাও জারি করেছে। অতি সম্প্রতি (জুন, ২০১২) বাংলাদেশ ব্যাংক সবুজ ব্যাংকিং এর প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং শীর্ষ দশ[৫] সবুজ ব্যাংকের তালিকা প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু ব্যাংক প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করেছে। এছাড়া পরিবেশ বান্ধব প্রকল্পে (পরিবেশবান্ধব ইটের ভাটা, জৈব গ্যাস উৎপাদন, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) ঋণ সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কম সুদে অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে পুনঃ অর্থায়ন শুরু করেছে।

সার্বিকভাবে আর্থিক খাতে সবুজ ব্যাংকিং পর্যাপ্ত গুরুত্ব পাচ্ছেনা

সাধারণভাবে, পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সামাজিক দায়বদ্ধতা বলতে মূলতঃ বিনামূল্যে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পাদন ও মানবিক কাজকর্মে ব্যয় করাকে বুঝায়। সাম্প্রতিক সময়ে এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর ব্যয় কয়েকগুণ বেড়েছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দৃষ্টিভঙ্গি ভূমিকা রাখছে বলে মনে হয়। তবে সার্বিকভাবে এখন পর্যন্ত সবুজ ব্যাংকিং এর উন্নয়নে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বেশীরভাগ ব্যাংক সবুজ ব্যাংকিংকে কাগজপত্রের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখেছে।

ব্যাংক সবুজ ব্যাংকিং এর নীতিমালা প্রণয়ন করেছে বা শুরু করেছে

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন অনুসারে ২০১১ সালের মধ্যে সবুজ ব্যাংকিং এর নীতিমালা প্রণয়ন সম্পন্ন হওয়ার কথা। বিআইবিএম এর ২০১১[৬] সালের (জুলাই) জরিপ অনুসারে শুধুমাত্র ১৬ ভাগ ব্যাংক এ

৫. ব্যাংক এশিয়া, ডাচ্ বাংলা ব্যাংক, ইষ্টার্ন ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ষ্টান্ডার্ড চাটার্ড ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, ট্রাষ্ট ব্যাংক

সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছিল তবে বেশীরভাগ ব্যাংক সবুজ ব্যাংকিং এর নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকের (জুন ২০১২) তথ্য অনুসারে সবগুলো ব্যাংক ইতোমধ্যেই "সবুজ ব্যাংকিং সেল" তৈরী করেছে এবং সবুজ নীতিমালা গ্রহণ করেছে।

অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সংরক্ষণে বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে

অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাংকের প্রাথমিক কাজ হওয়া উচিত জ্বালানী, কাগজ, পানি ইত্যাদি সম্পদ ব্যবহারের পরিসংখ্যান তৈরী করা এবং তা সাশ্রয়ের কৌশল নির্ধারণ করা। বেশ কয়েকটি ব্যাংক[৭] এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জুলাই ২০১১ এর তথ্য অনুসারে দেশের ৬৮ ভাগ বাণিজ্যিক ব্যাংক অনলাইন ব্যাংকিং এবং ৫৬ ভাগ ব্যাংক ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কাগজ সাশ্রয়ে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে (জুন ২০১২) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে ৮৭ ভাগ ব্যাংক সম্পদ সাশ্রয়ের জন্য কর্মকর্তাদের মাঝে "সবুজ অফিস গাইড" প্রচলন করেছে।

ঋণ ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ ঝুঁকি বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে

একথা অনস্বীকার্য যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে না। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত "ক্রেডিট রিস্ক ম্যানুয়াল"-এ এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের "পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা" সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ব্যাংকগুলোকে দিকনির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি ভাল উদ্যোগ। তবে পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকগুলোর আলাদাভাবে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ আছে।

সবুজ অর্থায়নে ধীরগতিতে উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে

যদিও খুব স্বল্প পরিসরে, দেশের ৬৮ ভাগ বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন না কোন ভাবে পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের সাথে জড়িত (হাবীব, ২০১১)। কয়েকটি ব্যাংক[৮] সৌরশক্তি ও জৈবগ্যাস উৎপাদন, পরিবেশবান্ধব ইটভাটা ও বর্জ্য পরিশোধণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য পরিমান ঋণ প্রদান করেছে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের পূনঃঅর্থায়নের সুযোগের পর্যাপ্ত ব্যবহার করছে না। হাবীব (২০১১) অনুসারে, জুলাই ২০১১ পর্যন্ত উক্ত তহবিলের ১০ ভাগেরও কম অর্থ ব্যবহার করা হয়েছিল।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ বিপণনে সীমিত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে

ব্যাংকিং খাতে পরিবেশ বিপণন এখন পর্যন্ত জনপ্রিয়তা পায়নি। এক্ষেত্রে ভোক্তার সচেতনতার অভাব একটি বড় কারণ। তবে পরিবেশ বিপণন ব্যাংকগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। হাবীব (২০১১) অনুসারে, জুলাই ২০১১ পর্যন্ত ৩২ ভাগ

৬. হাবীব, শাহ্ মোঃ আহসান, তাহমিনা রহমান, শহিদ উল্লাহ (২০১১), 'ইমপ্লিকেশনস অফ গ্রীন ব্যাংকিং পলিসি ইনিশিয়েটিভস বাই বাংলাদেশ ব্যাংক' বি.আই.বি.এম এর একটি কর্মশালা গবেষণাপত্র, জুলাই ২০১১।

৭. মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক, ট্রাষ্ট ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, হংকং সাংহাই ব্যাংক ইত্যাদি।

৮. সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, ট্রাষ্ট ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক ইত্যাদি।

ব্যাংকের পরিবেশ বিপণনের উদাহরণ ছিল এবং ৩২ ভাগ ব্যাংক পরিবেশ সংক্রান্ত গণসচেতনতায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। দু-একটি[৯] ব্যতিক্রম ছাড়া বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকগুলোর উদ্যোগ অত্যন্ত সীমিত।

পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যের স্বচ্ছতা নিরুপণে পর্যাপ্ত উদ্যোগ প্রয়োজন

এখন পর্যন্ত বেশকিছু ব্যাংক শুধুমাত্র তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনের অংশ হিসেবে পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে আসছিল। সম্প্রতি ব্যাংকগুলোর ওয়েবসাইটগুলোতেও এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সবুজ ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন অনুসারে ব্যাংকগুলোর ২০১৩ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কাঠামোর আওতায় প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশ করার কথা। তবে স্বচ্ছতার জন্য তৃতীয় পক্ষের তথ্যের সত্যতা ও যৌক্তিকতা নিরুপণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ব্যাংকারদের মাঝে সবুজ ব্যাংকিং এর সচেতনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে

সার্বিকভাবে সবুজ ব্যাংকিং এর উদ্যোগ ও কার্যক্রমের বড় ধরনের উন্নতি না হলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ব্যাংকারদের মাঝে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিআইবিএম এর ২০১০ সালের জরিপের সবচেয়ে বড় পর্যবেক্ষণ ছিল ব্যাংকারদের মাঝে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর বিভিন্ন বিষয়ের অপরিচিতি এবং এ সংক্রান্ত সচেতনতার অভাব। কিন্তু ২০১১ সালের জরিপের সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। এসময়ের মধ্যেই ব্যাংকারদের মাঝে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর বিভিন্ন দিকগুলি পরিচিতি লাভ করেছিল। এটি সবুজ ব্যাংকিং এর বিকাশের জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন।

৫. বাংলাদেশে সবুজ ব্যাংকিং এর সম্ভাবনা

অনেক বাধাবিপত্তির মাঝেও বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর অপার সম্ভাবনা রয়েছে। সঠিক নীতি নির্ধারণ, কৌশল নিরুপণ এবং বাস্তবায়ন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে।

প্রথমত, গুরুত্বের সাথে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হলো এ ব্যাপারে পরিচালনা পর্ষদের সম্মতি ও সদিচ্ছা। সুতরাং সবুজ ব্যাংকিং এর নীতিমালা ও কৌশল পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত এবং অনুমোদিত হতে হবে। পরিচালনা পর্ষদের একটি কমিটি তার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, একজন সচেতন এবং প্রশিক্ষিত ব্যাংকার সবুজ ব্যাংকিং সেলের দায়িত্বে থাকা বাঞ্ছনীয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গৃহীত নীতিমালা ও কৌশল অনুসরণ করে সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবেন। নির্দিষ্ট সময় পর পর এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরী এবং অবগতকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৯. হংকং সাংহাই ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ইত্যাদি

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক মানের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করে পরিবেশ স্পর্শকাতর খাতসমূহের জন্য আলাদা আলাদা কৌশল নির্ধারণ প্রয়োজন। ঋণ ব্যবস্থাপনায় অন্যান্য ঝুঁকি বিশ্লেষণের পাশাপাশি পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। তবে সমস্ত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি আমাদের আর্থিক সক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। সুতরাং অর্থনীতির বিচারে অনেক সনাতন প্রযুক্তিতে অর্থায়ন চালিয়ে যেতে হবে।

চতুর্থত, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাংকগুলোর আরো অনেক বেশী যত্নবান হওয়ার সুযোগ আছে। বিশেষ করে, সঠিক কর্মঘন্টা পরিপালনের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো অনেক বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে পারে। অনলাইন ব্যাংকিং ও ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর কাগজ ও জ্বালানী সাশ্রয়ে অবদান রাখা সম্ভব। এ সমস্ত পদক্ষেপ ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় কমিয়ে আনবে।

পঞ্চমত, গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাংক অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে নিজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যাংক পরিবেশগত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার সাথে কাজ করতে পারে। এর ফলে এ সমস্ত উন্নয়ন সংস্থাও উপকৃত হবে। এছাড়া ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদেরকেও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্য করতে পারে।

সবুজ ব্যাংকিং এর সফলতার জন্য সকল অংশীদারী পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সমর্থন জরুরী। সার্বিকভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত আইনসমূহের প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই। এ যাবত এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। তবে গ্রহীত উদ্যোগ ও নীতিমালার বাস্তবায়নে কার্যকর তদারকি প্রয়োজন। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করে পরিবেশবাদী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহ পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং এর উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে এ সংস্থাগুলো পরিবেশ সংরক্ষণে কাজ করতে পারে। তবে গ্রাহক বা ভোক্তার সচেতনতা এবং সদিচ্ছা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ব্যাংক এবং অন্যান্য অংশীদারী পক্ষের সমন্বিত প্রয়াস জরুরী।

তথ্য সূত্র

১. হাবীব, শাহ্ মোঃ আহসান এবং অন্তরা জেরীন (২০১২) *ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ব্যাংকিং সেক্টর অব বাংলাদেশ*, কর্মশালা গবেষণাপত্র, ফেব্রুয়ারী ০৮, বিআইবিএম।

২. হাবীব, শাহ্ মোঃ আহসান (২০১১) *এনভায়রনমেন্টাল রেসপন্সিবল ব্যাংকিং ইন ইউএসএ: গ্রীন লেসন্স ফর বাংলাদেশ ব্যাংকিং সেক্টর*, ল্যাপ ল্যামবার্ট পাবলিশিং কম্পানী, জার্মানী।

৩. হাবীব, শাহ্ মোঃ আহসান, মোঃ শহীদ উল্লাহ, তাহ্মিনা রহমান (২০১১) *এ্যান ইমপ্যাক্ট ইভালুয়েশন অব গ্রীন ইনিশিয়েটিভস্ অব বাংলাদেশ ব্যাংক*, কর্মশালা গবেষণাপত্র, জুলাই ২০, বিআইবিএম।

৪. হাবীব, শাহ্ মোঃ আহসান (২০১০) *গ্রীন ব্যাংকিং ইনিশিয়েটিভ: অপর্চুনিটিস ফর বাংলাদেশ*, সেমিনার প্রবন্ধ, সেপ্টেম্বর ১৬, বিআইবিএম।

৫. ব্যাংক ট্রাক (২০১০) *ক্লোজ দ্যা গ্যাপ-বেঞ্চমার্কিং ক্রেডিট পলিসিস্ অব ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক*, ব্যাংক ট্রাক রিপোর্ট. ব্যাংক ট্রাক, নেদারল্যান্ডস।

৬. কোয়ালিশন ফর এনভায়রনমেন্টালি রেসপন্সিবল ইকোনোমিস (২০০৮) *কর্পোরেট গভর্নেন্স এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ- দ্যা ব্যাংকিং সেক্টর*, ইভালুয়েশন রিপোর্ট. রিস্কম্যাটিক্স গ্রুপ, বোস্টন. যুক্তরাষ্ট্র।